# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

যশোর-১: মোহাম্মদ মাফিদুল হাসান তৃপ্তি

যশোর-২: মোহাম্মদ সাবিরা সুলতানা

যশোর-৩: অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

যশোর-৪: টি এস আইয়ুব

যশোর-৫: (হোল্ড করা আছে)

যশোর-৬: কাজী রওনকুল ইসলাম

মাগুরা-১: মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন

মাগুরা-২: নিতাই রায় চৌধুরী

নড়াইল-১: বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম

নড়াইল-২: (হোল্ড করা আছে)

বাগেরহাট-১: (হোল্ড করা আছে)

বাগেরহাট-২: (হোল্ড করা আছে)

বাগেরহাট-৩: (হোল্ড করা আছে)

খুলনা-১: (হোল্ড করা আছে)

খুলনা-২: নজরুল ইসলাম মঞ্জু

খুলনা-৩: রকিবুল ইসলাম বকুল

খুলনা-৪: আজিজুল বারী হেলাল

খুলনা-৫: মোহাম্মদ আলী আসগর

খুলনা-৬: মনিরুল হাসান বাপ্পি

সাতক্ষীরা-১: হাবিবুল ইসলাম হাবিব

সাতক্ষীরা-২: আব্দুর রউফ

সাতক্ষীরা-৩: কাজী আলাউদ্দিন

সাতক্ষীরা-৪: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

রংপুর বিভাগ

পঞ্চগড়-১: ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ

পঞ্চগড়-২: ফরহাদ হোসেন আজাদ

ঠাকুরগাঁও-১: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (নিজে)

ঠাকুরগাঁও-২: (পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে)

ঠাকুরগাঁও-৩: (পীরগঞ্জ ও রানীশংকৈল উপজেলা) মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জাহিদ

দিনাজপুর-১: মোহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম

দিনাজপুর-২: মোহাম্মদ সাদিক রিয়াজ

দিনাজপুর-৩: (দিনাজপুর সদর) বেগম খালেদা জিয়া

দিনাজপুর-৪: মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান মিয়া

দিনাজপুর-৫: (হোল্ড করা হয়েছে, পরে জানানো হবে)

দিনাজপুর-৬: অধ্যাপক এ. জেড. এম. জাহিদ হোসেন

নীলফামারী-১: (হোল্ড করা হয়েছে, পরে জানানো হবে)

নীলফামারী-২: এইচ এম মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ রুবেল

নীলফামারী-৩: (হোল্ড করা হয়েছে)

নীলফামারী-৪: মোহাম্মদ আব্দুল গফুর সরকার

লালমনিরহাট-১: মোহাম্মদ হাসান রাজিব প্রধান

লালমনিরহাট-২: (হোল্ড করা হয়েছে)

লালমনিরহাট-৩: আসাদুল হাবিব দুলু

রংপুর-১: মোকাররম হোসেন সুজন

রংপুর-২: মোহাম্মদ আলী সরকার

রংপুর-৩: শামসুজ্জামান শামু

রংপুর-৪: মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা

রংপুর-৫: মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী

রংপুর-৬: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

কুড়িগ্রাম-১: সাইফুল ইসলাম রানা

কুড়িগ্রাম-২: মোহাম্মদ সোহেল হোসেন

কুড়িগ্রাম-৩: তাজুল ইসলাম

কুড়িগ্রাম-৪: মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

গাইবান্ধা-১: খন্দকার জিয়াউল ইসলাম (মোহাম্মদ আলী)

গাইবান্ধা-২: আনিসুজ্জামান খান বাবু

গাইবান্ধা-৩: (সাদুল্লাপুর) অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মাইনুল হাসান সাদিক

গাইবান্ধা-৪: মোহাম্মদ শামীম কায়সার

গাইবান্ধা-৫: মোহাম্মদ ফারুক আলম সরকার

রাজশাহী বিভাগ

জয়পুরহাট-১: মোহাম্মদ মাসুদ রানা প্রধান

জয়পুরহাট-২: আব্দুল বারী

বগুড়া-১: কাজী রফিকুল ইসলাম

বগুড়া-৩: আব্দুল মহিত তালুকদার

বগুড়া-৪: মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন

বগুড়া-৫: মোহাম্মদ গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ

বগুড়া-৬: তারেক রহমান

বগুড়া-৭: বেগম খালেদা জিয়া

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১: মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২: মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ

নওগাঁ-১: মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান

নওগাঁ-২: মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা খান

নওগাঁ-৩: মোহাম্মদ ফজলে হুদা বাবুল

নওগাঁ-৪: ইকরামুল বারী টিপু

নওগাঁ-৫: (হোল্ড করা আছে)

নওগাঁ-৬: মোহাম্মদ শেখ মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম

রাজশাহী-১: মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন

রাজশাহী-২: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিনু

রাজশাহী-৩: মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন

রাজশাহী-৪: ডিএমডি জিয়াউর রহমান (সম্ভবত এ্যাড. জিয়াউর রহমান)

রাজশাহী-৫: অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

রাজশাহী-৬: আবু সাঈদ চাঁদ

নাটোর-১: ফারজানা শারমিন

নাটোর-২: রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু

নাটোর-৩: (হোল্ড করা আছে)

নাটোর-৪: মাহমুদ আব্দুল আজিজ

সিরাজগঞ্জ-১: (হোল্ড করা আছে)

সিরাজগঞ্জ-২: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু

সিরাজগঞ্জ-৩: ভিপি আইনুল হক

সিরাজগঞ্জ-৪: (উল্লাপাড়া) এম আকবর আলী

সিরাজগঞ্জ-৫: মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম খান

সিরাজগঞ্জ-৬: এম এ মুহিত

পাবনা-১: (হোল্ড করা আছে)

পাবনা-২: এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব

পাবনা-৩: মোহাম্মদ হাসান জাফির তুহিন

পাবনা-৪: হাবিবুর রহমান হাবিব

পাবনা-৫: মোহাম্মদ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা-১: মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মোল্লা

বরগুনা-২: নুরুল ইসলাম মনি

পটুয়াখালী-১: এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী

পটুয়াখালী-২: (হোল্ড করা আছে)

পটুয়াখালী-৩: (হোল্ড করা আছে)

পটুয়াখালী-৪: (কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী উপজেলা) এবিএম মোশারফ হোসেন

ভোলা-১: গোলাম নবী আলমগীর

ভোলা-২: মোহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহিম

ভোলা-৩: মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম

ভোলা-৪: মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন

বরিশাল-১: জহিরউদ্দিন স্বপন

বরিশাল-২: সরদার সাইফুদ্দিন আহমেদ সান্টু

বরিশাল-৩: (পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে)

বরিশাল-৪: মোহাম্মদ রাজিব হাসান

বরিশাল-৫: মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান সারোয়ার

বরিশাল-৬: আবুল হোসেন খান

ঝালকাঠি-১: (পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে)

ঝালকাঠি-২: ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো

পিরোজপুর-১: (পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে)

পিরোজপুর-২: আহমেদ সোহেল মঞ্জুর

পিরোজপুর-৩: মোহাম্মদ রুহুল আমিন দুলাল

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ

টাঙ্গাইল-১: (মধুপুর) ফকির মাহবুব আলম স্বপন

টাঙ্গাইল-২: আব্দুস সালাম পিন্টু

টাঙ্গাইল-৩: এ এস এম ওবায়দুল হক নাসির

টাঙ্গাইল-৪: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মতিন

টাঙ্গাইল-৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

টাঙ্গাইল-৬: রবিউল আউয়াল লাবলু

টাঙ্গাইল-৭: আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল-৮: আহমেদ আজম খান

জামালপুর-১: এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত

জামালপুর-২: সুলতান মাহমুদ বাবু

জামালপুর-৩: মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল

জামালপুর-৪: মোহাম্মদ ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম

জামালপুর-৫: মোহাম্মদ ওয়ারেস আলী মামুন

শেরপুর-১: সানসিলা জেবরিন

শেরপুর-২: মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী

শেরপুর-৩: মোহাম্মদ মাহমুদুল হক রুবেল

ময়মনসিংহ-১: সৈয়দ ইমরান সালেহ

ময়মনসিংহ-২: মোতাহার হোসেন তালুকদার

ময়মনসিংহ-৩: এম ইকবাল হোসেন

ময়মনসিংহ-৪: (আপাতত স্থগিত, পরে ঘোষণা করা হবে)

ময়মনসিংহ-৫: মোহাম্মদ জাকির হোসেন

ময়মনসিংহ-৬: মোহাম্মদ আখতারুল আলম

ময়মনসিংহ-৭: ডাক্তার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

ময়মনসিংহ-৮: লুৎফুল্লাহেল মাজেদ

ময়মনসিংহ-৯: ইয়াসের খান চৌধুরী

ময়মনসিংহ-১০: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ময়মনসিংহ-১১: ফখরুদ্দিন আহমেদ

নেত্রকোনা-১: ব্যারিস্টার কায়সার কামাল

নেত্রকোনা-২: মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক

নেত্রকোনা-৩: রফিকুল ইসলাম হিলালী

নেত্রকোনা-৪: মোহাদ্দুজা বাবর (সম্ভবত মোদারেস বাবর)

নেত্রকোনা-৫: আবু তাহের তালুকদার

কিশোরগঞ্জ-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কিশোরগঞ্জ-২: অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জালালউদ্দিন

কিশোরগঞ্জ-৩: ডক্টর ওসমান ফারুক

কিশোরগঞ্জ-৪: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

কিশোরগঞ্জ-৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কিশোরগঞ্জ-৬: মোহাম্মদ শরিফুল আলম

মানিকগঞ্জ-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

মানিকগঞ্জ-২: মাইনুল ইসলাম খান

মানিকগঞ্জ-৩: আফরোজা খান রিতা

মুন্সিগঞ্জ-১: শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ

মুন্সিগঞ্জ-২: মিজানুর রহমান সিনহা

মুন্সিগঞ্জ-৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১: খন্দকার আবু আশফাক

ঢাকা-২: আমানউল্লাহ আমান

ঢাকা-৩: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

ঢাকা-৪: তানভীর আহমেদ রবিন

ঢাকা-৫: নবিউল্লাহ নবী

ঢাকা-৬: ইশরাক হোসেন

ঢাকা-৭: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-৮: মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

ঢাকা-৯: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১০: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১১: এম এ কাইয়ুম

ঢাকা-১২: সাইফুল আলম নীরব

ঢাকা-১৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১৪: সাজিদা ইসলাম তুলি

ঢাকা-১৫: শফিকুল ইসলাম খান

ঢাকা-১৬: আমিনুল হক

ঢাকা-১৭: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১৮: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ঢাকা-১৯: ডাক্তার দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন

ঢাকা-২০: (পরে ঘোষণা করা হবে)

গাজীপুর-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

গাজীপুর-২: মনজুরুল করিম রনি

গাজীপুর-৩: অধ্যাপক ডাক্তার এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু

গাজীপুর-৪: শাহ রিয়াজুল হান্নান

গাজীপুর-৫: ফজলুল হক মিলন

নরসিংদী-১: খায়রুল কবির খোকন

নরসিংদী-২: ডক্টর আব্দুল মঈন খান

নরসিংদী-৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

নরসিংদী-৪: সরদার মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন

নরসিংদী-৫: ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন বকুল

নারায়ণগঞ্জ-১: মোস্তাফিজুর রহমান ভুইয়া দীপু

নারায়ণগঞ্জ-২: নজরুল ইসলাম আজাদ

নারায়ণগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম মান্নান

নারায়ণগঞ্জ-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

নারায়ণগঞ্জ-৫: মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান

রাজবাড়ী-১: আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম

রাজবাড়ী-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ফরিদপুর-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ফরিদপুর-২: শামা ওবায়েদ ইসলাম

ফরিদপুর-৩: নায়াব ইউসুফ আহমেদ

ফরিদপুর-৪: শহিদুল ইসলাম বাবুল

গোপালগঞ্জ-১: মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান মোল্লা

গোপালগঞ্জ-২: ডাক্তার কে এম বাবর আলী

গোপালগঞ্জ-৩: এস এম জিলানী

মাদারীপুর-১: কামাল জামান মোল্লা

মাদারীপুর-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

মাদারীপুর-৩: আনিসুর রহমান

শরীয়তপুর-১: সাইয়েদ আহমেদ আসলাম

শরীয়তপুর-২: শফিকুর রহমান কিরণ

শরীয়তপুর-৩: মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু

সিলেট বিভাগ

সুনামগঞ্জ-১: আনিসুল হক

সুনামগঞ্জ-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সুনামগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ কায়সার আহমেদ

সুনামগঞ্জ-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সুনামগঞ্জ-৫: কালিমুদ্দিন মিলন

সিলেট-১: খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী

সিলেট-২: মোসাম্মৎ তাহসিনা রুশদীর

সিলেট-৩: মোহাম্মদ আব্দুল মালেক

সিলেট-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সিলেট-৫: (পরে ঘোষণা করা হবে)

সিলেট-৬: ইমরান আহমেদ চৌধুরী

মৌলভীবাজার-১: নাসিরউদ্দিন আহমেদ মিঠু

মৌলভীবাজার-২: শওকত হোসেন শকু (সম্ভবত নাসের রহমান)

মৌলভীবাজার-৩: নাসের রহমান

মৌলভীবাজার-৪: মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান চৌধুরী

হবিগঞ্জ-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

হবিগঞ্জ-২: আবু মনসুর শাখাওয়াত হাসান জীবন

হবিগঞ্জ-৩: আলহাজ্ব মোহাম্মদ জি কে গউছ

হবিগঞ্জ-৪: এস এম ফয়সাল

চট্টগ্রাম বিভাগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১: এম হান্নান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩: খালেদ হোসেন মাহবুব

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪: মুশফিকুর রহমান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬: (পরে ঘোষণা করা হবে, অর্থাৎ অন্য দল থাকলে তারা ঘোষণা করবেন)

কুমিল্লা-১: ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসাইন

কুমিল্লা-২: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কুমিল্লা-৩: কাজী শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন কায়কোবাদ

কুমিল্লা-৪: মনজুরুল ইসলাম মুন্সী

কুমিল্লা-৫: মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

কুমিল্লা-৬: মোহাম্মদ মনিরুল হক চৌধুরী

কুমিল্লা-৭: (পরে ঘোষণা করা হবে)

কুমিল্লা-৮: জাকারিয়া তাহের

কুমিল্লা-৯: মোহাম্মদ আবুল কালাম

কুমিল্লা-১০: মোহাম্মদ আব্দুল গফুর ভূঁইয়া

কুমিল্লা-১১: মোহাম্মদ কামরুল হুদা

চাঁদপুর-১: আনম এহসানুল হক মিলন

চাঁদপুর-২: মোহাম্মদ জালালউদ্দিন

চাঁদপুর-৩: শেখ ফরিদ হোসেন

চাঁদপুর-৪: মোহাম্মদ হারুন রশিদ

চাঁদপুর-৫: মোহাম্মদ মমিনুল হক

ফেনী-১: বেগম খালেদা জিয়া

ফেনী-২: জয়নাল আবেদীন

ফেনী-৩: আব্দুল আউয়াল মিন্টু

নোয়াখালী-১: ব্যারিস্টার এস মাহবুব উদ্দিন

নোয়াখালী-২: জয়নাল আবদিন ফারুক

নোয়াখালী-৩: মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ বুলু

নোয়াখালী-৪: মোহাম্মদ শাহজাহান

নোয়াখালী-৫: মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

নোয়াখালী-৬: মাহমুদুর রহমান শামীম

লক্ষ্মীপুর-১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

লক্ষ্মীপুর-২: মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভুইয়া

লক্ষ্মীপুর-৩: শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

লক্ষ্মীপুর-৪: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১: নুরুল আমিন চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম-২: সরোয়ার আলমগীর

চট্টগ্রাম-৩: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-৪: কাজী সালাউদ্দিন

চট্টগ্রাম-৫: মীর মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন

চট্টগ্রাম-৬: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-৭: উম্মাম কাদের চৌধুরী (সম্ভবত গিয়াস কাদের চৌধুরী)

চট্টগ্রাম-৮: এরশাদুল্লাহ

চট্টগ্রাম-৯: (সংশোধন: পরে ঘোষণা করা হবে, হোল্ড)

চট্টগ্রাম-১০: আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

চট্টগ্রাম-১১: (পরে ঘোষণা করা হবে)

চট্টগ্রাম-১২: মোহাম্মদ এনামুল হক

চট্টগ্রাম-১৩: সারওয়ার জামাল নিজাম চট্টগ্রাম-১৪: (পরে ঘোষণা করা হবে) চট্টগ্রাম-১৫: (পরে ঘোষণা করা হবে) চট্টগ্রাম-১৬: মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা কক্সবাজার-১: সালাউদ্দিন আহমেদ
কক্সবাজার-২: (পরে ঘোষণা করা হবে) কক্সবাজার-৩: লুৎফুর রহমান কাজল কক্সবাজার-৪: শাহজাহান চৌধুরী
খাগড়াছড়ি: আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া
রাঙ্গামাটি: দীপেন দেওয়ান
বান্দরবান: সাচিং প্রু

তালিকা দেখুনের নিচের লিঙ্কে
202511031953 BNP.pdf – Google Drive

মেহেরপুরে ২১ ছাত্রী সাইকেল ও ১১ প্রতিবন্ধী পেল হুইল চেয়ার

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের উপজেলা উন্নয়ন তহবিল (ইউডিএফ) প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ও মেধাবী ২১ জন ছাত্রী এবং ১১ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে বাইসাইকেল ও

হুইলচেয়ার বিতরণ করেছে সদর উপজেলা প্রশাসন।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে বাইসাইকেল ও হুইলচেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ডঃ আবদুল ছালাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খাইরুল ইসলাম।

জেলা প্রশাসক ডঃ আবদুল ছালাম বলেন, সারা দেশে স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। এজন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেই উদ্যোগেরই একটি অংশ হিসেবে আজ এই বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। অনেক ছাত্রী আছে যারা দূরত্ব বা আর্থিক কারণে নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না। তাদের সেই কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করতে দরিদ্র ও মেধাবী পরিবারের ছাত্রীদের হাতে এই বাইসাইকেল তুলে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সাইদুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান এবং মোমিনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ৬ লাঠিয়াল দলের নজরকাড়া রণকৌশল ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা

মেহেরপুরের গাংনী বাজার উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে দিনব্যাপি লাঠিখেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে গাংনী ফুটবল মাঠে খেলার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

কালের বিবর্তনে সামন্ত প্রভুদের খাজনা আদায়ের লাঠিয়ালদের সেই

নিষ্ঠুরতা এখন মানুষের বিনোদন যোগাচ্ছে। লাঠিয়ালদের কলা-কৌশলও বেশ নজরকাড়া। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা কৌশলে লাঠি চালাচ্ছেন একপক্ষ। অন্যপক্ষও আত্মরক্ষার্থে অবলম্বন করছেন নানা কৌশল। এ যেন আনন্দদায়ী পাতানো এক যুদ্ধ! হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী পাতানো যুদ্ধে মুগ্ধ হয়েছেন গাংনীর হাজারও দর্শক।

খেলার শুরুতেই বাদ্যের তালে তালে লাঠিয়ালদের নাচ, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক কসরত যেন দর্শককে বিমোহিত করেছে। লাঠিখেলাকে কেন্দ্র করে গাংনীতে যেন সৃষ্টি হয়েছে এক লোকজ উৎসবের আমেজ, যেখানে জড়ো হয়েছে হাজারও বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ ও শিশু। এ যেন আনন্দদায়ী পাতানো এক যুদ্ধ! হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী পাতানো যুদ্ধে মুগ্ধ হয়েছেন গাংনীর হাজারও দর্শক।

খেলার আয়োজকরা জানিয়েছেন, ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলাকে পুনরুদ্ধার করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা এবং সুস্থ ধারার সামাজিক বিনোদন প্রদান, মাদক ও জুয়ামুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এই খেলাটির আয়োজন করা হয়েছে।

গাংনী বাজারপাড়া উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান বলেন, জনপ্রিয় এই খেলাটি এখন বিলুপ্তপ্রায়। তরুণ প্রজন্মকে মাদক ও মোবাইল আসক্ত থেকে মুক্ত রেখে শরীরচর্চায় আগ্রহী করতে খেলাটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও তিনি খেলাটি টিকিয়ে রাখতে সকলকে পৃষ্ঠপোষকতার আহ্বান জানান।

স্কুল ছাত্রী রোমানা খাতুন বলেন, আমি কখনো লাঠিখেলা দেখিনি। আজকে এই খেলাটি দেখে আমি মুগ্ধ। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই খেলা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। লাঠিখেলা চর্চা করলে আত্মরক্ষায়ও সহায়ক হতে পারে।

চাঁন্দামারী গ্রামের দর্শক আয়ূব হোসেন বলেন, হারিয়ে যাওয়া খেলাটিকে বারবার আয়োজনের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখতে হবে। খবর শুনে আমি সেই দশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে লাঠিখেলা দেখতে ছুটে এসেছি। ছোটবেলায় আমরা দল বেঁধে বিভিন্ন এলাকায় লাঠিখেলা দেখতে যেতাম। এখনকার ছেলে-মেয়েরা শুধু মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে তারা সামাজিকতা, ভদ্রতা, বড়দের সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করতে ভুলে যাচ্ছে। পুরানো খেলাধুলার মধ্যেই আমাদের আসল সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে। সেগুলোকে আবারও ফিরিয়ে আনতে হবে।

শিশিরপাড়া লাঠিয়াল দলের টিম লিডার আনিছুর রহমান বলেন, ঐতিহ্যবাহী এই খেলায় যেমন দর্শকরা আনন্দ পায়, তেমনি এ খেলার মাধ্যমে আত্মরক্ষার নানা কৌশলও শেখা যায়।

খেলার আয়োজক কমিটি গাংনী বাজারপাড়া উন্নয়ন সংস্থার উপদেষ্টা মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, যুব সমাজকে খেলা-ধুলার মাধ্যমে মাদকমুক্ত ও জুয়ামুক্ত করতে এই আয়োজন করা হয়েছে। মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে বিনোদনের খোরাক জুগিয়েছে এই লাঠিখেলা। জুয়া, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত নতুন প্রজন্ম গড়তে এ ধরনের খেলা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, নতুন প্রজন্মের জন্য এটি বিনোদন হলেও একসময় লাঠিখেলাটি আত্মরক্ষার রণকৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আগে জেলার বিভিন্ন গ্রামে অন্তত একটি লাঠিয়াল দল থাকত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই খেলাটি প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। অনেকদিন পর গাংনীতে লাঠিখেলার আয়োজন হয়েছে। এমন আয়োজনের জন্য আয়োজক কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

এর আগে সকাল ১০টার সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে খেলাটির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। গাংনী বাজারপাড়া উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি সোহানুর রহমানের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক এবং মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের মধ্যে প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণ করেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে জামায়াত

প্রার্থীর গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল ৫টার দিকে বারাদী বাজারে প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগে নেতৃত্ব দেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদরের সভাপতি আব্দুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক, রারাদী ওয়ার্ডের সভাপতি মাওলানা মজিবুর রহমানসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের জামায়াতে যোগদান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের ২৭টি পরিবার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় বারাদী ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল

হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, বারাদী ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নতুন যোগদানকারীদের হাতে ফুল ও মিষ্টি খাওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে মাওলানা তাজউদ্দিন খান বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ের সমাজ গঠনের আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী সবসময় জনগণের পাশে আছে। এই যোগদান আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জানান, নির্বাচনের আগে বিএনপিসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীদের জামায়াতে যোগদান রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে বলে জানান।

অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার না করলে দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব হবে না

ভবিষ্যতে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যদি ক্ষমতায় আসেন, তাহলে দেশে কোনো ধরনের অনিয়ম, অত্যাচার, চাঁদাবাজি কিছুই থাকবে না। নির্বাচন অধিশীঘ্রই আসছে। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ যারা অবৈধ অস্ত্র বহন করে, যারা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে, তাদেরকে অতি দ্রুত গ্রেফতার করুন। অস্ত্রবাহীদের গ্রেফতার না করলে এই দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন হবে না, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হবে না।

আর এই ফ্যাসিস্টরা যদি কোনোভাবে মিছিল-মিটিং বের করে, তাহলে তাদের তৎক্ষণাৎ আইনের আওতায় আনুন। কারণ তারা এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য বারবার চেষ্টা করছে বিভিন্ন জায়গায়, অফিসে, এমনকি ছোট ছোট এলাকায়ও তারা মিছিল করার চেষ্টা করছে। আমাদের অনুরোধ কোনো জায়গায় এরকম কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে বা জেলা

বিএনপিকে সংবাদ দিন।

আজ রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়ার মোড়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও জনসম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মেহেরপুরে এক জনসভা প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

তিনি আরো বলেন, আপনাদের কাছে আমাদের আহ্বান আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে জেলা বিএনপি প্রার্থী হবে এবং আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।

দীর্ঘ ১৭ বছর আপনারা যে কষ্ট সহ্য করেছেন এই ফ্যাসিস্ট সরকারের কারণে ঘরে ঘুমাতে পারেননি, জেলখানায় থাকা অবস্থায় আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরাও দেখা করতে পারেননি সেই কষ্টের অবসান আসছে। এখন মাত্র দুই-তিন মাস আপনাদের পরিশ্রম করতে হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি তাদের বোঝাতে হবে, তাদের কাছে ভোট চাইতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, যদি আপনারা এই তিন-চার মাস সঠিকভাবে কাজ করেন, তাহলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর আগামী ৫০ বছর বিএনপি ক্ষমতায় থাকবে।

তিনি বলেন, অন্য কারো কাছে জেলা বিএনপির সংগঠন নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কোনো সুযোগ নেই আপনারা নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আপনাদের মনোনীত প্রার্থীকেই আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ধানের শীষ প্রতীক দেবেন।

আমি আপনাদের বলতে চাই নির্বাচন নিয়ে দেশে এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্ধর্ষ ষড়যন্ত্র চলছে। আপনারা জানেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বিশেষ করে ভারতের ষড়যন্ত্র আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তাই বলছি আপনারা সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। ধানের শীষ প্রতীক ঘোষণার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সেই প্রতীককে বিজয়ী করার জন্য।

দীর্ঘদিন এই সরকার সংস্কারের কথা বলে আসছে। কিন্তু আপনারা জানেন এক-এগারোর সরকারও সংস্কারের কথা বলে দুই বছর পর কী করেছিল!

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মীর গোলাম ফারুক।

সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টুর যৌথ সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, আনসার উল হক, আলমগীর খান ছাতু, সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু সালেহ নাসিম, এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

এছাড়াও সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান খান (গাজু), সৌরভ উদ্দিন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেনসহ বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সমবায়ের ভুমিকা গুরত্বপূর্ণ

‘সাম্য ও সততায়, দেশ গড়বে সমবায়’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগরে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা সমবায় কার্যালয়ের আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তেজনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা মডেল মসজিদের প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। পরে জেলা মডেল মসজিদের কনফারেন্স রুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আবদুল ছালাম। জেলা সমবায় অফিসার এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুম মনির।

জেলা সমবায় অফিসের সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষারের সঞ্চালনায় এছাড়াও জেলা সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, জাতীয় মৎস্যজীবী প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার, ফেমাস সমবায় সমিতির সভাপতি আব্দুল জব্বার এবং জ্যোতি মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের পরিচালক উম্মে হানি চায়না প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এজন্য সবাইকে সততা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবায় কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তারা।

পরে সমবায় খাতে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে সমবায় ক্যাটাগরিতে জ্যোতি মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের পরিচালক উম্মে হানি চায়না, সমিতি ক্যাটাগরিতে সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি রেহেনা খাতুন এবং চাঁদপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি আবুল কাশেমকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন সমবায় সংগঠনের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত
গাংনী অফিস জানায়,

সারা দেশের মতো মেহেরপুরের গাংনীতেও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৫।

গতকাল শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো.

আনোয়ার হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা আবুল হোসেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, আবদাল হক, আবুল কাসেম এবং সিনিয়র সাংবাদিক আমিরুল আলম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমবায় আন্দোলন আজ একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সমবায় আন্দোলন গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সমবায় সমিতির কর্মকর্তা, সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর অফিস জানায়,

“সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়” এই স্লোগান সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, র্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির উদযাপনের শুভ সূচনা করা হয়।

পরে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে শেষ হয়। পরে পরিষদ মিলনায়তনে সমবায় দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, গুডনেইবারর্স

বাংলাদেশ এর মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিপুল রেমা, সুপ্রতিবেশীর মহিলার সমবায় সমিতির সভাপতি রেহেনা খাতুন, গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, মোনাখালী অনির্বাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি আমজাদ হোসেন, এবং বিআরডিবি চেয়ারম্যান মুন্সি টিটো।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, উপজেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সমবায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটিতে মেহেরপুর জেলার সমবায় সমিতির প্রথম স্থান অধিকার করা মুজিবনগর উপজেলার সুপ্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি ও গোপালনগর সমবায় ব্যবসায়ী সমিতি নামে দুটি প্রতিষ্ঠানকে, এছাড়াও সমবায়ে বিশেষ অবদানের জন্য গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাককে পুরস্কৃত করা হয়।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন খাঁনের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী তাজ উদ্দীন খাঁন গণসংযোগ করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকেলে পিরোজপুর গ্রামের হঠাৎপাড়া ও পশ্চিম পাড়ায় পায়ে হেঁটে জামায়াত নেতৃবৃন্দ নিয়ে এ গণসংযোগ করেন। গণসংযোগ কালে শিশু, পথচারী, রাস্তার ধারে দোকান অবস্থানরত জনগণ এবং বাড়ির সামনে অপেক্ষারত উৎসুক মা বোনদের সাথে কুশলাদি ও সালাম বিনিময় করেন এবং দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক জাব্বারুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মাওঃ তাজ

উদ্দীন খাঁন। তিনি বলেন, আমরা আগামীর বাংলাদেশ দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চায়। এটা শুধুমাত্র আমাদের কথা নয়, কেন্দ্র থেকে নিয়ে ওয়ার্ড পর্যন্ত সৎ, দক্ষ ও যোগ্য মানুষ তৈরি করার পরিকল্পনা আমাদের হাতে আছে। আমাদের মানুষ হিসেবে ভুল হতে পারে, কিন্তু মানুষ তৈরি করার পরিকল্পনা আমাদের হাতে আছে। তার ভিত্তিতে আমরা বলতে চায় আগামীর বাংলাদেশ আমরা দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়বো- ইনশাআল্লাহ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সদর উপজেলা আমির মাওঃ সোহেল রানা, সদর উপজেলা যুগ্ম সম্পাদক মাওঃ নজরুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন সভাপতি আবুল হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে ইসলামী আন্দোলনের মোটরসাইকেল শোডাউন

মেহেরপুরের গাংনীতে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বর থেকে কয়েকশত মোটরসাইকেল ও মাইক্রোযোগে ইসলামী আন্দোলনের মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টুর নেতৃত্বে গাংনী শহর হয়ে রাইপুর, ষোলটাকা, বামুন্দী, কাজিপুর, তেতুলবাড়িয়া, কাথুলী ও সাহারবাটি ইউনিয়ন প্রদক্ষিণ করেন।

আগামী সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী কে বিজয়ী করার আহ্বান জানান বক্তারা। এছাড়া সৎ মানুষের শাসন, দুর্নিতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তাদের দলের প্রার্থী কে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এসময় সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক খাদেমুল ইসলাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আরিফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সেক্রেটারি আবু হুরায়রা, উলামা আইআমাম পরিষদের সভাপতি মাওলানা মহসিন আলী ও

সেক্রেটারি মুফতি হাসমোতুল্লাহ সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর চোখতোলা মাঠ থেকে অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার চোখতোলা মাঠ সংলগ্ন মেহেরপুর-কুষ্টিয়াগামী মহাসড়কের পূর্বপার্শ্বস্থ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে একটি অবৈধ ওয়ান শুটার গান পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে র্যাব।

গতকাল শনিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করে র্যাব।

উদ্ধারকৃত অবৈধ ওয়ান শুটার গান পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় সাধারণ ডাইরী মূলে হস্তান্তর করা হয়েছে।